গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৭০ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

তথ্যবিবরণী নম্বর: ০৯

ময়মনসিংহে যথাযোগ্য মর্যাদায়
শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী পালিত

ময়মনসিংহ (০৫ আগস্ট, ২০২৩ খ্রি.):

বীরমুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর ৭৪ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৫ আগস্ট (শনিবার) সারা দেশের ন্যায় ময়মনসিংহেও দিনভর নানামুখী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসন এ কর্মসূচির আয়োজন ও সমন্বয় করে।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকাল ১১ টায় নগরীর জেলা পরিষদের ভাষা শহিদ আব্দুল জব্বার মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার উম্মে সালমা তানজিয়া।

জন্মবার্ষিকী পালনের তাৎপর্য তুলে ধরে প্রধান অতিথি বলেন, যার ভালোবাসায় স্বাধীনতার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়, যে মানুষটির হাতে সেতার, ক্রিকেটের ব্যাট পাওয়া যায় সে কখনো অন্যায়ের সাথে হাত মিলাতে পারেনা। শেখ কামাল সম্পর্কে যেসব মিথ্যা অপপ্রচার ছড়িয়ে ছিল, ইতিহাস লোকায়িত সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। ক্রিকেটার কোনোদিনও সহজ উপায়ে অর্থ উপার্জনের চিন্তা করেনা। শেখ কামাল তারই প্রতিচ্ছবি। ক্রিকেটার হলে তাঁর আদর্শ যেন আমরা গ্রহণ করি। শেখ কামালের ২৬ বছর জীবনের ইতিহাস যদি আপনারা পড়েন, তাহলে এঅল্প সময়ে অনেক কিছুই খুঁজে পাবেন। তিনি একাধারে আর্মি ক্যাপ্টেন, সেতার বাদক, গায়ক, নাট্য ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়া সম্পাদক ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠক হিসেবে স্বাধীনতা যুদ্ধেও তাঁর অবদান রয়েছে। মনে হয় সবক্ষেত্রেই তার ছোঁয়া ছিল।

বিভাগীয় কমিশনার আরো বলেন, এখানে তরুণ প্রজন্মের যারা রয়েছো তারাই তো আগামী বাংলাদেশ। আমাদের কথার দিন শেষ। দিন হচ্ছে দেখিয়ে দেওয়ার, যে আমি শেখ কামালকে অনুসরণ করি। শেখ কামালের আদর্শ আজকের প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রহণ করতে হবে এবং নিজেদের মাঝে ধারণ করতে হবে। পরবর্তী প্রজন্মও যেন শেখ কামালের সঠিক ইতিহাস জানে সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। তারুণ্যের জন্য শ্রেষ্ঠ উদাহরণ শেখ কামাল। আসলে তিনি কী ছিলেন না। অসম্ভব মেধার অধিকারী ছিলেন তিনি। শেখ কামালকে সামনে রেখে আমরা কী হতে পারি, সে ভাবনা আমাদের মাঝে থাকতে হবে। শেখ কামালের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে নিজেকে।

এ দিনের গুরুত্ব তুলে ধরে বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ পুলিশের ময়মনসিংহ রেঞ্জ ডিআইজি দেবদাস ভট্টাচার্য্য বলেন, জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের জন্মদিনে আনন্দ আয়োজন করার কথা কিন্তু আগস্ট মাস বাঙালির জীবনে চিরস্থায়ী শোকের মালা হিসেবে গেঁথে গিয়েছে। যার ফলে সেই আনন্দটুকু আমরা সেভাবে প্রকাশ করতে পারছি না। শেখ কামাল এ আগস্ট মাসেই জন্ম নিয়েছিলেন এবং এ মাসেই শাহাদাতবরণ করেছেন। শেখ কামাল

আলোকিত এক প্রাণ। বেঁচে থাকলে দেশকে অনেক কিছু দিতে পারতেন। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে দুর্গম এলাকায় তিনি যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। সকল মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে কাজ করেছেন। প্রেসিডেন্টের সন্তান হয়েও তিনি দেশের জন্য ঐ পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। সে সময় তিনি এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বক্তারা আরো বলেন, শেখ কামাল বেঁচে থাকলে ৭৪ বছর বয়স হতো আজ। শেখ কামালসহ বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছিলেন তারা বঙ্গবন্ধুর চরিত্র হরণের চেষ্টা করেছিল। অনুরূপভাবে শেখ কামালের চরিত্র হরণ করার চেষ্টা হয়েছে। ইতিহাসের একটি পর্যায়ে এসে আজকে এ বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। বিবিধ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন শেখ কামাল। মাঠে, নাটকে আলোচিত ছিলেন তিনি। সংস্কৃতি অঙ্গণে সেবক ছিলেন। ছাত্র রাজনীতিতেও বিচারণ করেছেন তিনি। আজকে বেঁচে থাকলে দেশের জন্য তিনি কী করতেন, সেটা বলতে পারবো না। শুধু বলতে পারব, শেখ হাসিনার হাত বাংলাদেশের হাত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার হাত অনেক বেশি শক্তিশালী।

এলক্ষ্যে সভাপতির বক্তৃতায় জেলা প্রশাসক মোঃ মোস্তাফিজার রহমান বলেন, শেখ কামালের মতো আমরাও হতে পারিনি, সে সময়ে তিনি সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। ইতিহাস সময়ের ঘটনাকে সত্য আকারে প্রকাশ করবেই। একজন আর্দশ ও স্মাট মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়তে শেখ কামাল আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মাছুম আহাম্মদ ভূঞা, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোঃ এহতেশামুল আলম, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুল। অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ বিভাগীয় ও জেলার অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দসহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে ৫জন ব্যক্তিকে গাছের চার বিতরণ করা হয়।

এছাড়া বাঙালির বীর সন্তান শেখ কামালের সম্মানে প্রত্যুষে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, সিটি কর্পোরেশন মেয়র, বিভাগীয় কমিশনার, রেঞ্জ ডিআইজি, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃদ, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।

সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভবনে ড্রপডাউন ব্যানার টানানো হয়। ফুটবল, ক্রিকেট, বাস্কেটবল, হকি, দাবাসহ বিভিন্ন প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করা হয়। শহিদ শেখ কামালের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মসজিদ/মাদ্রাসায় কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিলে আয়োজন করা হয়। মন্দির, গীর্জা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়।

জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে শেখ কামালের জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টারি/প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক চারা গাছ ও যুব ঋণ বিতরণ করা হয়।

#

মনির/রিদওয়ান/দেওয়ান/সজিব/২০২৩/১৫.০০ঘণ্টা